বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০১৩
World Town Planning Day 2013

পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ ঃ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন
Planned Decentralization : Aspired Development

Bangladesh Institute of Planners (BIP)

World Town Planning Day 2013

Planned Decentralization : Aspired Development

Organizing Committee:

Planner Prof. Dr. Golam Rahman	Advisor
Planner Md. Shaukot Ali Khan	Advisor
Planner Prof. Dr. Roxana Hafiz	Advisor
Planner Khondaker M Ansar Hossain	Convener
Planner Muhammad Ariful Islam	Member Secretary
Planner Mohammad Al-Amin	Member
Planner Md. Hasibul Kabir	Member
Planner Mohammad Rasel Kabir	Member
Planner Mohammad Salaha Uddin	Member
Planner Md. Shahinoor Rahman	Member
Planner Mohammad Al Mamun	Member
Planner Md. Ashraful Islam	Member

Editor:
Planner Prof. Dr. Golam Rahman

Sub-Editor:
Planner Md. Shahinoor Rahman

Cover Design:
A.B.M. Morshedul Hasan
MURP Student, DURP, JU

Priented at:
Skylark Printers
278/2, Elephant Road, Kataban Dhal, Dhaka 1205

Published By:
Bangladesh Institute of Planners (BIP)
08 November 2013

[The Editor, the Editorial Board or the Publisher assume no responsibility for the information and opinion expressed in the papers by the authors]

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স-এর উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে নগরায়নের ভূমিকা অপরিসীম। পরিবেশ-বান্ধব নগরায়ন একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি- বললে অত্যুক্তি হবে না। বাংলাদেশে এ বছর বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারন করা হয়েছে **'Planned Decentralization : Aspired Development'** বা **'পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ ঃ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন'**, যা বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান নগরায়নের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং সময়োপযোগী।

উন্নয়ন কেবল রাজধানী ও বিভাগীয় শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং একটি সুষম পরিকল্পনার আওতায় দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও পৌরসভা পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা গেলে তা কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে আনবে। বাংলাদেশের ন্যায় ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ যেখানে সম্পদের পরিমাণ খুবই সীমিত, সেখানে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আমাদেরকে একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে। দেশের আপামর জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সকল নগর ও শহরকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে। শুধুমাত্র প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণেই সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র দেশকে একটি সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে এসে বিনিয়োগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে বর্তমান সরকার দেশের ছোট, মাঝারি ও বড় শহরে অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সরকার সকলের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ সকল উদ্যোগকে সার্বিক সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় নগরায়ন সবসময়ই একটি বড় নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে উন্নয়নের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সুফল পেতে এই মুহূর্তে আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন আঞ্চলিক পর্যায়ে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ। বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমেই এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। দেশের উন্নয়নের জন্যই পরিকল্পিত এবং বাসযোগ্য নগর এখন সময়ের দাবী। এই দাবীকে মেনে নিয়ে প্রত্যেকটি শহর পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠুক, পরিকল্পনার আলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক- এই প্রত্যাশা করছি।

আমি বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস-২০১৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(ড. খোন্দকার শওকত হোসেন)

চেয়ারম্যান
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
রাজউক ভবন, ঢাকা।

বাণী

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০১৩ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পিত ও সুষম নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দিবসটির উদ্‌যাপন তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবসের এবারের নির্বাচিত প্রতিপাদ্য **'Planned Decentralization : Aspired Development'** বা **'পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ ঃ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন'** বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। আধুনিক বিশ্বে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নগর আবির্ভূত হয়েছে। নগরসমূহ জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের চালিকাশক্তি হওয়ায় পৃথিবীব্যাপী প্রতিনিয়ত নগরবাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষতঃ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নগরমূখী মানুষের এ স্রোত রাজধানী শহর ঢাকা অভিমুখী। জীবন-জীবিকা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানসহ নানা প্রয়োজনে ঢাকা অভিমুখী মানুষের এ স্রোত নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ভবিষ্যতে তা মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং বিঘ্নিত হবে ঢাকা শহরের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে নাগরিক সেবা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া তাই এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এ কথা অনস্বীকার্য যে বিকেন্দ্রীকরণ ব্যতীত দেশের সুষম উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণসহ বিনিয়োগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করতে হবে। কোন নির্দিষ্ট শহরভিত্তিক না হয়ে সুপরিকল্পিতভাবে দেশব্যাপী নগরসমূহ গড়ে তোলা গেলেই সমগ্র বাংলাদেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে দেশকে ভবিষ্যতে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে পরিকল্পিত উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই।

আমি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স আয়োজিত বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস-২০১৩ উদযাপনের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস-২০১৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচ্য অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করে ভবিষ্যতে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(প্রকৌশলী মোঃ নুiæল হুদা)

সভাপতি
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স

বাণী

আজ বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে দিবসটি পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিকল্পিত নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এ দিবসটি উদ্‌যাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

দারিদ্র্য এবং অশিক্ষাসহ বহুবিধ সমস্যার আবর্তে প্রতিনিয়ত ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলাদেশ। চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার আশায় শহরমুখী মানুষের চাপ সামাল দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সীমিত সম্পদের উপর অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবং পরিণতিতে অপরিকল্পিত নগরায়ন হচ্ছে। নির্বিচারে নদী, খাল ও জলাশয় ভরাট, বনভূমি এবং কৃষিভূমি ধ্বংস করে নগর এলাকায় রূপান্তরের ফলে পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নগরায়ন সভ্যতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হলেও অপরিকল্পিত নগরায়ন একটি সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে যা কোনক্রমেই কাম্য নয়। অপরিকল্পিত উন্নয়নের ভয়াবহ অভিঘাত প্রতিনিয়ত নাগরিক জীবনকে বিক্ষত করলেও এর থেকে পরিত্রাণের জন্য পরিকল্পিত ও সুসমন্বিত উন্নয়নের সুফল মানুষ এখনও সম্যক অবগত নয়। পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে চাহিদা ও সাম্যের নিরীখে সীমিত সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করেই কেবল এ সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব। তবে কেবল রাজধানী শহরের পরিকল্পনা করলেই হবে না, সেই সাথে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সকল জেলা/পৌরসভা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও অন্যান্য শহরের সাথে Growth Center এবং বড় বড় গ্রামের সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে National Physical Plan, Regional Plan Ges Sub-regional Plan তৈরী ও প্রয়োগ করত হবে এবং সদক্ষ পরিকল্পনাবিদ নিয়োগ ও পরিকল্পনা হালনাগাদ করে তা জরচরীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। কেবলমাত্র এরই মাধ্যমে দেশের জাতীয় সম্পদ সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। কেবল প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণসহ বিনিয়োগ ও উন্নয়ন কার্যক্রমেরও বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। এ বছর বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবসের প্রতিপাদ্য ÒPlanned Decentralization : Aspired DevelopmentÓ বা "পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ ঃ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন"।

আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুন্দর ও নিরাপদ নগর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রহণ, মাঝারি শহর অবকাঠামো উন্নয়ন ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণসহ পরিবহন সংকট নিরসন, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, আইন শৃংখলার উন্নয়ন ও সর্বোপরি নগরের সকল সেবামূলক উন্নয়ন কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন জরচরী। এ লক্ষ্যে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে সকলের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

আমি 'বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস-২০১৩' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান)

সম্পাদকীয়

বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ মিলিয়ে বহু দেশে বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০১৩ পালিত হচ্ছে। বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০১৩ এর প্রতিপাদ্য æWater and Planning - The Fluid Challenge" কিন্তু বি.আই.পি. বংলাদেশে এ বছরের প্রতিপাদ্য হিসেবে "Planned Decentralization : Aspired Development" বা "পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ ঃ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন" নির্বাচন করেছে, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) ২০০৮ সন থেকে নিয়মিত বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস পালন করে আসছে।

বংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ এবং দ্রুততর গতিতে অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ণ প্রক্রিয়া চলছে। নগর জনসংখ্যা ১৯৫০ সালে ১.৯ মিলিয়ন থেকে ২০১০ সালে ৪৬.১ মিলিয়নে দাঁড়ায়। ষাট বছরে ৪.৩ শতাংশ হার থেকে লাফিয়ে এই হিসাব ২৮.১ শতাংশে উন্নীত হয় (UNDP-২০১১) এবং আশা করা হচ্ছে, আগামী ২০৪৫ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নগরবাসীতে রূপান্তরিত হবে। অপরপক্ষে, রাজধানী ঢাকা বিশ্বের ২৭ টি মেগাসিটির মধ্যে একটি, বর্তমান জনসংখ্যা ১৪ মিলিয়নের উপরে (ড্যাপ-২০১০)। ঢাকা দ্রচততর গতিতে জনবহুল মেগাসিটির একটিতে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং ধারণা করা হয়, এই হারে বাড়লে ২০১৫ সালের মধ্যে ঢাকার জনসংখ্যা ২১ মিলিয়নে পৌছবে। এই বৃহৎ জনসংখ্যার আবাসন, যাতায়াত, স্কুল-কলেজ, পানি ও অন্যান্য সুযোহ-সুবিধাদী প্রকট সমস্যা হিসেবে দেখ দিবে, যা আমাদের নগর জীবনকে দুর্বিসহ সমস্যার মধ্যে ফেলবে। তাই আমাদের এবছরের বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবসের প্রতিপাদ্য '**Planned Decentralization: Aspired Development (পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ ঃ কাঙ্খিত উন্নয়ন)'**-কে অত্যন্ত গুরচত্বের সাথে বিবেচনা করে সুপরিকল্পনার মাধ্যমে কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বৃহৎ নগরসমূহে অপরিকল্পিত উন্নয়নের কারণে মানুষের জীবন আজ নানাবিধ সংকটে প্রতিপন্ন। ছোট ও মাঝারি শহরগুলিরও পরিকল্পিত উন্নয়ন জiæরী। কৃষিযোগ্য জমির পরিমান কমছে বিধায় আমাদের গ্রামসমূহের জন্যও পরিকল্পিত উন্নয়নের বিকল্প নেই। একই সাথে প্রাকৃতিক ভারসম্য রক্ষার প্রয়োজনে এবং সার্বিক উন্নয়ন ও বাসযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রাম ও শহর পর্যায়ে পরিকল্পিত ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব।

বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০১৩ এমন একটি সময়ে পালিত হচ্ছে যে সময়ে পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য সরকারি নীতি নির্ধারণ যেমন `ªæত প্রয়োজন, একইসাথে পরিকল্পিত উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে সমাজের সকল মানুষের সার্বিক আন্তরিক সহযোগিতাও জiæরী হয়ে পড়েছে। বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপনের উপলক্ষ্যে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তাঁদের মূল্যবান বাণী প্রদান করে এবং দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পরিকল্পনাবিদদেরকে অনুপ্রাণিত করায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। এ আন্তরিকতা ও সহযোগিতা ভবিষ্যতে পরিকল্পনাবিদদের আরো উদ্দীপনা নিয়ে দেশকে পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে উৎসাহিত করবে। স্মরণিক প্রকাশের জন্য যারা প্রবন্ধ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে সফল করতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানচ্ছি।

পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান